একোসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের উপদেশ অনুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেছিলেন, যেখানে মহোৎসবের সঙ্গে পাণ্ডবগণ তাঁর আগমন উদ্‌যাপন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অভিলাষ সম্পর্কে অবহিত মহামতি উদ্ধব শ্রীভগবানকে এইভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন—"নিখিল দিগ্মণ্ডল জয় করার পরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে জরাসন্ধকে পরাজিত করা, আপনার শরণাগতজনের সুরক্ষা এবং রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন—রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ করবেন। এইভাবে যাদবদের শক্তিশালী শত্রু বিনাশ হবে, বন্দী রাজারা মুক্ত হবেন এবং উভয় কর্মের ফলে আপনার মহিমা কীর্তিত হবে।

"রাজা জরাসন্ধ কেবলমাত্র ভীমের কাছেই নিহত হতে পারেন এবং যেহেতু জরাসন্ধ ব্রাহ্মণদের একান্ত ভক্ত, ভীম স্বয়ং ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে জরাসন্ধের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাইবেন। অতঃপর আপনার উপস্থিতিতে ভীমসেন দানবকে পরাজিত করবে।"

নারদ মুনি, বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ, সকলেই উদ্ধবের পরিকল্পনার প্রশংসা করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে তাঁর রথে আরোহণ করার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁর পতিপরায়ণা রাণীরাও তাঁর অনুগমন করলেন। শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ নগরীতে উপস্থিত হলেন। শ্রীভগবানের আগমন বার্তা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য তৎক্ষণাৎ নগরী থেকে নির্গত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার আলিঙ্গন করতে লাগলেন। অতঃপর ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও অন্যান্যরা যথোচিতভাবে তাঁকে আলিঙ্গন অথবা প্রণাম নিবেদন করলেন।

প্রত্যেকে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন জানানোর পর যখন তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের ভেরী বেজে উঠল ও ভক্তিপূর্ণ স্তব উচ্চারিত হল। শ্রীভগবানের পত্নীগণের পরম সৌভাগ্যের কথা বলতে বলতে পুররমণীগণ ছাদ থেকে ফুল ছড়ালেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাণী কুন্তীদেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার পরে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন এবং দ্রৌপদী ও সুভদ্রা শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের অর্চনা করার জন্য কুন্তীদেবী দ্রৌপদীকে বললেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রীতি বর্ধন করেছিলেন। এই অবস্থানের সময়ে তিনি ধীরে সুস্থে এখানে সেখানে ভ্রমণ করেছিলেন। বহু যোদ্ধা ও সৈন্যের অনুগমন সহ অর্জুনকে নিয়ে তিনি রথ চালনা করতেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য দেবর্ষেরুদ্ধবোঽব্রবীৎ ।
সভ্যানাং মতমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহামতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদীরিতম্**—পূর্বোক্ত বাক্য; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **দেব-ঋষেঃ**—দেবর্ষি নারদ দ্বারা; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **অব্রবীৎ**—বললেন; **সভ্যানাম্**—রাজ সভার সদস্যগণের; **মতম্**—মহামত; **আজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **চ**—এবং; **মহা-মতিঃ**—মহান হৃদয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে দেবর্ষি নারদের বক্তব্য শ্রবণ করে এবং সভা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মতামত হৃদয়ঙ্গম করে মহামতি উদ্ধব বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যদুক্তমৃষিণা দেব সাচিব্যং যক্ষ্যতস্ত্বয়া ।
কার্যং পৈতৃষ্বস্রেয়স্য রক্ষা চ শরণৈষিণাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যৎ**—যা; **উক্তম্**—বলেছেন; **ঋষিণা**—নারদ মুনি দ্বারা; **দেব**—হে ভগবান; **সাচিব্যম্**—সাহায্য; **যক্ষ্যতঃ**—যজ্ঞ সম্পাদনে অভিলাষী তাঁকে (যুধিষ্ঠিরকে); **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **কার্যম্**—করা উচিত; **পৈতৃষ্বস্রেয়স্য**—আপনার পিসির পুত্র; **রক্ষা**—রক্ষা; **চ**—ও; **শরণ**—আশ্রয়; **এষিণাম্**—যারা কামনা করে।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রভু, মুনিবর যেমন উপদেশ প্রদান করেছেন, সেইমতো আপনার আত্মীয়কে তার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পরিকল্পনা পূরণের জন্য আপনার সাহায্য করা উচিত এবং যে সব রাজারা আপনার আশ্রয় প্রার্থী আপনার তাঁদেরও রক্ষা করা উচিত।

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদ চেয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে তাঁর আত্মীয় যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করুন। একই সঙ্গে রাজসভার সদস্য দৃঢ়ভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে, তিনি জরাসন্ধকে পরাজিত করে জরাসন্ধের বন্দী রাজাদের উদ্ধার করুন। মহামতি উদ্ধব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দুটিই করতে ইচ্ছুক এবং তাই তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উপদেশ প্রদান করলেন, কিভাবে এই উভয় উদ্দেশ্য দুটি একইসঙ্গে সুসম্পন্ন হতে পারে।

শ্লোক ৩

যষ্টব্যং রাজসূয়েন দিক্‌চক্রজয়িনা বিভো ।
অতো জরাসুতজয় উভয়ার্থো মতো মম ॥ ৩ ॥

যষ্টব্যম্—যজ্ঞ সম্পাদন হওয়া উচিত; **রাজসূয়েন**—রাজসূয় আচার দ্বারা; **দিক্**—দিকসমূহের; **চক্র**—মণ্ডল; **জয়িনা**—যিনি জয় করেছেন তাঁর দ্বারা; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **অতঃ**—অতএব; **জরা-সুত**—জরার পুত্রের; **জয়ঃ**—বিজয়; **উভয়**—উভয়; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্যগুলি; **মতঃ**—মত; **মম**—আমার।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান, তিনিই কেবলমাত্র রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারেন যিনি দিঙ্মণ্ডলের সকল বিপক্ষকে জয় করেছেন। এইভাবে জরাসন্ধকে জয় করলে, আমার মতে, উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

তাৎপর্য

উদ্ধব এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, কেবলমাত্র যিনি সমস্ত দিক জয় করেছেন, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করার যোগ্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণের এখনই রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত, তা হলে জরাসন্ধকে বধ করার জন্য যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তার গ্রহণ করা যাবে। এইভাবে আপনা হতেই রাজাদের সুরক্ষার প্রার্থনাও পূর্ণ হবে। শ্রীভগবান যদি এইভাবে একটি একক নীতিতে—প্রধানত, রাজসূয় যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পাদন হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে থাকেন, তাহলে সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হবে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর একটি গুণ হল *চতুর*, যার অর্থ—একই সময়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারেন। তাই, কিভাবে একই সাথে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং বন্দী রাজাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যায়, এই উভয় সঙ্কটময় পরিস্থিতি শ্রীভগবান অবশ্যই সমাধান করতে পারবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

তাঁর প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে এই সমাধানের কৃতিত্ব প্রদান করতে চেয়েছিলেন আর তাই তিনি হতবুদ্ধি হওয়ার ভান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

অস্মাকং চ মহানর্থো হ্যেতেনৈব ভবিষ্যতি ।
যশশ্চ তব গোবিন্দ রাজ্ঞো বন্ধান্ বিমুঞ্চতঃ ॥ ৪ ॥

অস্মাকম্—আমাদের জন্য; **চ**—এবং; **মহান্**—মহান; **অর্থঃ**—একটি লাভ; **হি**—বস্তুত; **এতেন**—এর দ্বারা; **এব**—এমন কি; **ভবিষ্যতি**—হবে; **যশঃ**—মহিমা; **চ**—এবং; **তব**—আপনার জন্য; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **রাজ্ঞঃ**—রাজারা; **বন্ধান্**—বন্দীত্ব; **বিমুঞ্চতঃ**—মুক্ত হবে।

অনুবাদ

এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের মহা লাভ হবে এবং আপনি রাজাদের রক্ষা করবেন। এইভাবে, হে গোবিন্দ, আপনার মহিমা কীর্তিত হবে।

শ্লোক ৫

স বৈ দুর্বিষহো রাজা নাগাযুতসমো বলে ।
বলিনামপি চান্যেষাং ভীমং সমবলং বিনা ॥ ৫ ॥

সঃ—সে, জরাসন্ধ; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **দুর্বিষহঃ**—অপরাজেয়; **রাজা**—রাজা; **নাগ**—হস্তীগুলি; **অযুত**—দশ সহস্র; **সমঃ**—সমান; **বলে**—শক্তিতে; **বলিনাম্**—শক্তিশালী মানুষদের মধ্যে; **অপি**—বস্তুত; **চ**—এবং; **অন্যেষাম্**—অন্যান্য; **ভীমম্**—ভীম; **সম-বলম্**—শক্তিতে সমান; **বিনা**—ব্যতীত।

অনুবাদ

অপরাজেয় রাজা জরাসন্ধ দশ হাজার হাতির সমান শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য শক্তিশালী যোদ্ধারা তাকে পরাজিত করতে পারে না। কেবলমাত্র ভীম তার শক্তির সমান।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, যাদবেরা জরাসন্ধকে হত্যা করার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন আর তাই তাদের সাবধান করার জন্য শ্রীউদ্ধব এই শ্লোক বলছেন। জরাসন্ধের মৃত্যু একমাত্র ভীমের হাতেই হতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেছেন যে, উদ্ধব ইতিপূর্বে *জ্যোতি-রাগ* ও অন্যান্য জ্যোতিষ শাস্ত্র হতে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন, যা তিনি তাঁর শিক্ষক বৃহস্পতির কাছ হতে শিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৬

দ্বৈরথে স তু জেতব্যো মা শতাক্ষৌহিণীযুতঃ ।
ব্রাহ্মণ্যোঽভ্যর্থিতো বিপ্রৈর্ন প্রত্যাখ্যাতি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥

দ্বৈ-রথে—কেবল দুটি রথের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ; **সঃ**—সে; **তু**—কিন্তু; **জেতব্যঃ**—পরাজিত করতে হবে; **মা**—না; **শত**—এক শত; **অক্ষৌহিণী**—সেনা বাহিনী; **যুতঃ**—যুক্ত; **ব্রাহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **ন প্রত্যাখ্যাতি**—প্রত্যাখ্যান করবে না; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

যখন সে তার অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে থাকবে, তখন তাকে পরাজিত করা যাবে না, সে একক রথের ক্রীড়ায় পরাজিত হবে। এখন, জরাসন্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে, সে কখনও ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবে না।

তাৎপর্য

এটা যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে যে, ব্যক্তিগত শক্তিতে যেহেতু ভীমই কেবলমাত্র জরাসন্ধের সমান, তাই জরাসন্ধ তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই, উদ্ধব এখানে একক যুদ্ধের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে জরাসন্ধকে তার শক্তিশালী সৈন্যের সহযোগ পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত করা যাবে? এখানে উদ্ধব একটি সূত্র প্রদান করছেন—জরাসন্ধ কখনই কোন ব্রাহ্মণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবে না, কারণ সে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত।

শ্লোক ৭

ব্রহ্মবেষধরো গত্বা তং ভিক্ষেত বৃকোদরঃ ।
হনিষ্যতি ন সন্দেহো দ্বৈরথে তব সন্নিধৌ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম—এক ব্রাহ্মণের; **বেশ**—বেশ; **ধরঃ**—ধারণ করে; **গত্বা**—গিয়ে; **তম্**—তার, জরাসন্ধের কাছে; **ভিক্ষেত**—প্রার্থনা করবেন; **বৃক-উদরঃ**—ভীম; **হনিষ্যতি**—তিনি তাকে হত্যা করবেন; **ন**—না; **সন্দেহঃ**—সন্দেহ; **দ্বৈ-রথে**—একে অপরের রথ যুদ্ধে; **তব**—আপনার; **সন্নিধৌ**—উপস্থিতিতে।

অনুবাদ

এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভীম তার কাছে যাবেন এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। এইভাবে তিনি জরাসন্ধের সঙ্গে একক যুদ্ধের সুযোগ পাবেন এবং আপনার উপস্থিতিতে ভীম নিঃসন্দেহে তাকে বধ করবেন।

তাৎপর্য

পরিকল্পনাটি ছিল যে, ভীম ভিক্ষা রূপে জরাসন্ধের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করবেন।

শ্লোক ৮

নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ ।
হিরণ্যগর্ভঃ শর্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব ॥ ৮ ॥

নিমিত্তম্—নিমিত্ত; পরম—মাত্র; ঈশস্য—শ্রীভগবানের; বিশ্ব—জগতের; সর্গ—সৃষ্টিতে; নিরোধয়োঃ—এবং সংহারে; হিরণ্যগর্ভঃ—ব্রহ্মা; সর্বঃ—শিব; চ—এবং; কালস্য—কালের; অরূপিনঃ—অরূপ; তব—আপনার।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এবং শিবও জগৎ সৃষ্টি ও সংহারে আপনার যন্ত্র রূপে কাজ করেন মাত্র; হে ভগবান, শেষপর্যন্ত তা আপনার কালরূপ অরূপতা দ্বারা সাধিত হয়।

তাৎপর্য

উদ্ধব এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জরাসন্ধের মৃত্যুর কারণ হবেন এবং ভীম হবেন উপলক্ষ্য মাত্র। শ্রীভগবান তাঁর কাল-রূপ অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক অবস্থার সৃষ্টি ও বিনাশ করেন, সেখানে ব্রহ্মা ও শিবের মতো মহান দেবতারাও শ্রীভগবানের ইচ্ছার ক্রীড়নক মাত্র। তাই শক্তিশালী জরাসন্ধকে হত্যা করার জন্য শ্রীভগবানের ক্রীড়নকরূপে ভীমের কোনই সমস্যা হবে না। এইভাবে, শ্রীভগবানের ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভক্ত ভীম মহিমান্বিত হবেন।

শ্লোক ৯

গায়ন্তি তে বিশদকর্ম গৃহেষু দেব্যো
রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণং চ ।
গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ
পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ং চ ॥ ৯ ॥

গায়ন্তি—তারা গান করছে; তে—আপনার; বিশদ—নির্মল; কর্ম—কর্তব্য কর্ম; গৃহেষু—তাদের গৃহে গৃহে; দেব্যঃ—দেবীর মতো পত্নীরা; রাজ্ঞাম্—রাজাদের; স্ব—তাদের; শত্রু—শত্রু; বধম্—বধ; আত্ম—নিজ নিজ; বিমোক্ষণম্—পরিত্রাণ; চ—এবং; গোপ্যঃ—ব্রজের গোপীরা; চ—এবং; কুঞ্জর—হাতিদের; পতেঃ—শ্রীভগবানের; জনক—রাজা জনকের; আত্মজায়াঃ—কন্যার (ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী সীতাদেবী); পিত্রোঃ—আপনার পিতা-মাতার; চ—এবং; লব্ধ—লব্ধ; শরণাঃ—আশ্রয়; মুনয়ঃ—ঋষিরা; বয়ম্—আমরা; চ—ও।

অনুবাদ

কিভাবে আপনি বন্দী রাজাদের দেবী সুলভ পত্নীদের সমস্ত পতিদের শত্রুকে বধ করে তাদের উদ্ধার করবেন, আপনার সেই মহৎ কর্ম বিষয়ে তাদের ঘরে ঘরে গান করবে। গোপীরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে—কিভাবে আপনি গজেন্দ্রর শত্রুকে, জনক কন্যা সীতার শত্রুকে, এবং আপনার নিজ মাতা-পিতার শত্রুকেও নিধন করেছিলেন। তেমনিভাবে আপনার আশ্রয়লব্ধ ঋষিরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে, যেমন আমরা করছি।

তাৎপর্য

মহান ঋষি ও ভক্তগণ বন্দী রাজাদের শোকার্ত পত্নীদের জানিয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে নিধনের ব্যবস্থা করে তাদের সংকট থেকে রক্ষা করবেন। এই সকল দেবী সদৃশা রমণীরা তাই গৃহে শ্রীভগবানের মহিমারাজি কীর্তন করতেন এবং তাঁদের সন্তানেরা যখন তাদের পিতার জন্য ক্রন্দন করত, তখন তাদের মায়েরা তাদের বলত, "বাছারা, কেঁদো না। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের পিতাকে রক্ষা করবেন।" প্রকৃতপক্ষে, ইতিপূর্বে শ্রীভগবান বহু ভক্তকে এখানকার বর্ণনার মতোই রক্ষা করেছেন।

শ্লোক ১০

জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্যর্থায়োপকল্পতে ।
প্রায়ঃ পাকবিপাকেন তব চাভিমতঃ ক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

জরাসন্ধ-বধঃ—জরাসন্ধের বধ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **ভূরি**—গভীর; **অর্থায়**—মূলা; **উপকল্পতে**—উৎপাদন করবে; **প্রায়ঃ**—নিশ্চিতরূপে; **পাক**—কৃত কর্মের; **বিপাকেন**—প্রতিক্রিয়া স্বরূপ; **তব**—আপনার দ্বারা; **চ**—এবং; **অভিমতঃ**—অভিপ্রেত; **ক্রতুঃ**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধের নিধন, যা নিশ্চিতভাবে তার অতীত পাপকর্মের ফল, তা গভীর মঙ্গল সাধন করবে। প্রকৃতপক্ষে, আপনার ইচ্ছা, এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে সম্ভব করে তুলবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, *ভূর্য-অর্থ* অর্থাৎ "প্রভূত মঙ্গল" কথাটি বোঝায় যে, জরাসন্ধের মৃত্যুর সঙ্গে দানব শিশুপালকে বধ করা এবং অন্যান্য বিষয়াদির সমাধান সহজ হয়ে যাবে। মহান ভাষ্যকার শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও ব্যাখ্যা করছেন যে, *পাক* শব্দটি বোঝায়—রাজাদের পুণ্যের ফলে তাঁরা রক্ষা পাবেন

এবং *বিপাকেন* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, তার খল কর্মের ফল স্বরূপ জরাসন্ধের মৃত্যু হবে। উভয়ক্ষেত্রেই উদ্ধবের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি মহা রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বিশেষ অনুকূল, যা শ্রীভগবান এবং তাঁর শুদ্ধভক্ত, রাজা যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ, উভয়ের দ্বারাই আকাঙ্ক্ষিত।

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধববচো রাজন্ সর্বতোভদ্রমচ্যুতম্ ।
দেবর্ষির্যদুবৃদ্ধাশ্চ কৃষ্ণশ্চ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ১১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে উল্লেখিত; **উদ্ধব-বচঃ**—উদ্ধবের কথাগুলি; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **ভদ্রম্**—মঙ্গলজনক; **অচ্যুতম্**—যুক্তিযুক্ত; **দেব-ঋষিঃ**—দেবতাদের ঋষি নারদ; **যদু-বৃদ্ধাঃ**—বৃদ্ধ যাদবেরা; **চ**—এবং; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং আরও; **প্রত্যপূজয়ন্**—সমাদর করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধ যাদবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেই উদ্ধবের সামগ্রিকভাবে মঙ্গলজনক ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানালেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, *অচ্যুতম্* পদটি থেকে বোঝা যায়—উদ্ধবের প্রস্তাবটি ছিল যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু, শ্রীশুকদেব গোস্বামী *যদু-বৃদ্ধাঃ* কথাটি দ্বারা বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন যে, প্রস্তাবটিকে যাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন জ্যেষ্ঠ বা বরিষ্ঠ সদস্য, কনিষ্ঠ কেউ নন। অনিরুদ্ধের মতো যুবরাজগণ উদ্ধবের প্রস্তাবটি পছন্দ করেননি, কারণ তাঁরা যথাশীঘ্র জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসুক হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

অথাদিশৎ প্রয়াণায় ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
ভৃত্যান্ দারুকজৈত্রাদীননুজ্ঞাপ্য গুরূন্ বিভুঃ ॥ ১২ ॥

অথ—অতঃপর; **আদিশ্য**—আদেশ দিলেন; **প্রয়াণায়**—যাত্রার প্রস্তুতির জন্য; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীনন্দন; **ভৃৎ-যান্**—তাঁর ভৃত্যেরা; **দারুক-**

জৈত্র-আদিন্—দারুক ও জৈত্র প্রমুখ; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **গুরূন্**—তাঁর গুরুজনদের কাছ থেকে; **বিভু**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান দেবকী-নন্দন যাত্রার জন্য তাঁর গুরুজনদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি দারুক ও জৈত্র প্রমুখ তাঁর ভৃত্যদের প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখিত গুরুজনগণ বলতে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ১৩

নির্গমিষ্যাবরোধান্ স্বান্ সসুতান্ সপরিচ্ছদান্ ।
সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্যঃ যদুরাজং চ শত্রুহন্ ।
সূতোপনীতং স্বরথমারুহদ্ গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১৩ ॥

নির্গমিষ্য—গমনের জন্য; **অবরোধান্**—পত্নীরা; **স্বান্**—তাঁর; **স**—সঙ্গে; **সুতান্**—তাদের পুত্রগণ; **স**—সহ; **পরিচ্ছদান্**—তাদের পরিচ্ছদ; **সঙ্কর্ষণম্**—শ্রীবলরাম; **অনুজ্ঞাপ্য**—বিদায় গ্রহণ করে; **যদু-রাজম্**—যাদবদের রাজা (উগ্রসেন); **চ**—এবং; **শত্রু-হন্**—হে শত্রু নিধনকারী (পরীক্ষিৎ); **সূত**—তার সারথি দ্বারা; **উপনীতম্**—আনীত; **স্ব**—তাঁর; **রথম্**—রথ; **আরুহৎ**—তিনি আরোহণ করলেন; **গরুড়**—গরুড়ের; **ধ্বজম্**—যাঁর পতাকা।

অনুবাদ

হে শত্রু বিনাশন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের এবং পোশাক পরিচ্ছদের যাত্রার আয়োজন করে এবং সঙ্কর্ষণ ও রাজা উগ্রসেনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তাঁর সারথির নিয়ে আসা রথে আরোহণ করলেন। সেখানে গরুড়ের প্রতীক চিহ্নিত পতাকা উড়ছিল।

তাৎপর্য

উদ্ধবের প্রস্তাব গ্রহণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর মহিষীগণ, পরিবারবর্গ ও পার্ষদ সহ পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের রাজকীয় নগরীর দিকে রওনা হলেন। এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে শ্রীকৃষ্ণের সেই নগরীতে যাত্রা এবং তাঁর প্রেমময় ভক্তরা তাকে সেখানে কিভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন তা বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্রপ্রস্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে জরাসন্ধকে বধ করা ও তারপর রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার

জন্য তাঁর পরিকল্পনাটি পাণ্ডবদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন এবং তাদের পূর্ণ সহমতে তিনি ভীমসেনকে সঙ্গে নিয়ে খল রাজার সঙ্গে হিসেব বোঝা পড়ার জন্য অগ্রসর হলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরাও রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। পরবর্তী শ্লোক থেকে বর্ণময় রাজকীয় শোভাযাত্রার বর্ণনা শুরু হচ্ছে।

শ্লোক ১৪

ততো রথদ্বিপভটসাদিনায়কৈঃ
করালয়া পরিবৃত আত্মসেনয়া ।
মৃদঙ্গভের্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ
প্রঘোষঘোষিত ককুভো নিরক্রমৎ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—অতঃপর; **রথ**—তাঁর রথের; **দ্বিপ**—হস্তী; **ভট**—পদাতিক বাহিনী; **সাদি**—এবং অশ্বারোহী সৈন্য; **নায়কৈঃ**—নেতাদের নিয়ে; **করালয়া**—ভয়ঙ্কর; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **আত্ম**—নিজ; **সেনয়া**—তাঁর সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ দ্বারা; **ভেরী**—ভেরী; **আনক**—দুন্দুভি; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **গো-মুখৈঃ**—এবং গোমুখ নামক শিঙ্গা; **প্রঘোষ**—প্রতিধ্বনি দ্বারা; **ঘোষিত**—স্পন্দন দ্বারা পূর্ণ; **ককুভঃ**—সকল দিক; **নিরক্রমৎ**—তিনি নির্গত হলেন।

অনুবাদ

আকাশের সমস্ত দিক মৃদঙ্গ, ভেরী, দুন্দুভি, শঙ্খ ও গোমুখের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যাত্রায় নির্গত হলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর রথ, হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং তাঁর দুর্ধর্ষ রক্ষী দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

নৃবাজিকাঞ্চনশিবিকাভিরচ্যুতং
সহাত্মজাঃ পতিমনু সুব্রতা যযুঃ ।
বরাম্বরাভরণবিলেপনস্রজঃ
সুসংবৃতা নৃভিরসিচর্মপাণিভিঃ ॥ ১৫ ॥

নৃ—মানুষ; **বাজি**—শক্তিমান বাহক সহ; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **শিবিকাভিঃ**—পালকি দ্বারা; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সহ-আত্মজাঃ**—তাদের সন্ততি সহ; **পতিম্**—তাদের পতি; **অনু**—

অনুগমন করে; সু-স্ত্রতাঃ—তাঁর বিশ্বস্ত পত্নীরা; যযুঃ—গমন করলেন; বর—শ্রেষ্ঠ; অম্ববর—যাদের বস্ত্র সম্ভার; আভরণ—অলঙ্কারগুলি; বিলেপন—সুগন্ধী তেল ও প্রলেপ; স্রজঃ—এবং মালা; সু—উত্তম; সংবৃতাঃ—পরিবৃত; নৃভিঃ—সৈন্যগণ দ্বারা; অসি—তরবারি; চর্ম—এবং ঢাল; পাণিভিঃ—যাদের হাতে।

অনুবাদ

ভগবান অচ্যুতের বিশ্বস্ত মহিষীরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে শক্তিমান বাহক বাহিত স্বর্ণ শিবিকায় শ্রীভগবানের অনুগমন করলেন। রাণীরা সুন্দর বস্ত্রাদি, অলঙ্কার, সুগন্ধী তেল ও ফুলের মালায় সুসজ্জিতা হয়েছিলেন এবং ঢাল-তরোয়ালধারী সৈন্যগণ তাঁদের পরিবেষ্টন করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *বাজি* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীভগবানের কয়েকজন রাণী ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে করে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্যনঃ-
করেণুভিঃ পরিজনবারযোষিতঃ ।
সুলঙ্কৃতাঃ কটকুটিকম্বলাম্বরা-
দ্যুপস্করা যযুরধিযুজ্য সর্বতঃ ॥ ১৬ ॥

নর—নরযান দ্বারা; উষ্ট্র—উষ্ট্র; গো—গো; মহিষ—মহিষ; খর—গর্দভ; অশ্বতরী—গাধাঘোড়া; অনঃ—শকট; করেণুভি—এবং হস্তিনী; পরিজন—গৃহস্থালীর; বার—এবং পরিচ্ছদাদি; যোষিতঃ—রমণীরা; সু-অলঙ্কৃতাঃ—সুসজ্জিতা; কট—তৃণনির্মিত; কুটি—কুটির; কম্বল—কম্বল; অম্বর—বস্ত্র; আদি—ইত্যাদি; উপস্করাঃ—উপকরণাদি; যযুঃ—তাঁরা গিয়েছিলেন; অধিযুজ্য—বোঝাই করে; সর্বতঃ—সকল দিকে।

অনুবাদ

সকল বিষয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিতা রমণীরা—রাজকীয় গৃহস্থালীর পরিচারিকা এবং বারবনিতারাও সঙ্গে যাচ্ছিল। তারা পালকি, উট, গো, মহিষ, গর্দভ, গাধাঘোড়া, শকট ও হাতিতে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের যানগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁবু, কম্বল, বস্ত্র ও যাত্রার জন্য অন্যান্য সরঞ্জামে বোঝাই ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, এখানে উল্লিখিত গৃহস্থালীর পরিচারিকা বলতে ধোপানী ও অন্যান্য সাহায্যকারীকে বোঝান হয়েছে।

শ্লোক ১৭

বলং বৃহদ্ধ্বজপটছত্রচামরৈর্
বরায়ুধাভরণকিরীটবর্মভিঃ ।
দিবাংশুভিস্তুমুলরবং বভৌ রবের্
যথার্ণবঃ ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্মিভিঃ ॥ ১৭ ॥

বলম্—সৈন্যবাহিনী; বৃহৎ—বিশাল; ধ্বজ—পতাকার দণ্ড দ্বারা; পট—পতাকা; ছত্র—ছত্র; চামরৈঃ—এবং চামর; বর—শ্রেষ্ঠ; আয়ুধ—অস্ত্র দ্বারা; আভরণ—অলঙ্কার; কিরীট—শিরস্ত্রাণ; বর্মভিঃ—এবং বর্ম; দিবা—দিবসে; অংশুভিঃ—কিরণ দ্বারা; তুমুল—তুমুল; রবম্—রব; বভৌ—উজ্জ্বলরূপে শোভিত; রবেঃ—সূর্যের; যথা—যথা; অর্ণবঃ—এক সমুদ্র; ক্ষুভিত—ক্ষোভিত; তিমিঙ্গিল—তিমিঙ্গিল মাছ; ঊর্মিভিঃ—এবং তরঙ্গসমূহ।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের সৈন্যবাহিনী রাজ-ছত্র, চামর ও প্রচুর উড্ডীয়মান পতাকাসহ পতাকা দণ্ডে সজ্জিত হল। সৈন্যদের ক্ষুরধার অস্ত্র শস্ত্র, অলঙ্কার, শিরস্ত্রাণ ও বর্মে উজ্জ্বলরূপে সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হচ্ছিল। এইভাবে তুমুল কোলাহলের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ ও তিমিঙ্গিল মৎস্যময় এক সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ১৮

অথো মুনির্যদুপতিনা সভাজিতঃ
প্রণম্য তং হৃদি বিদধদ্বিহায়সা ।
নিশম্য তদ্ব্যবসিতমাহৃতার্হণো
মুকুন্দসন্দর্শননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অথ উ—এবং তখন; মুনিঃ—মুনি (নারদ); যদু-পতিনা—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; সভাজিতঃ—সম্মানিত; প্রণম্য—প্রণাম করে; তম্—তাঁকে; হৃদি—তাঁর হৃদয়ে; বিদধৎ—তাঁকে স্থাপন করে; বিহায়সা—আকাশের মধ্য দিয়ে; নিশম্য—শ্রবণ করার পর; তৎ—তাঁর; ব্যবসিতম্—দৃঢ় অভিপ্রায়; আহৃত—স্বীকার করে; অর্হনঃ—পূজা; মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণের; সন্দর্শন—সন্দর্শনে; নির্বৃত—শান্ত; ইন্দ্রিয়ঃ—যার ইন্দ্রিয়াদি।

অনুবাদ

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সম্মানিত নারদ মুনি শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে নারদের সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়েছিল। এইভাবে,

শ্রীভগবানের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে এবং তাঁর দ্বারা পূজিত হয়ে নারদ দৃঢ়ভাবে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন করে আকাশ মার্গে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ১৯

রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা ।
মা ভৈষ্ট দূত ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্ ॥ ১৯ ॥

রাজ—রাজাদের; **দূতম্**—দূতকে; **উবাচ**—তিনি বললেন; **ইদম্**—এই; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **প্রীণয়ন্**—তাকে সন্তুষ্ট করে; **গিরা**—তাঁর বাক্য দ্বারা; **মা ভৈষ্ট**—ভয় কর না; **দূত**—হে দূত; **ভদ্রম্**—মঙ্গল হউক; **বঃ**—তোমাদের জন্য; **ঘাতয়িষ্যামি**—আমি নিধনের আয়োজন করব; **মাগধম্**—মগধের রাজার (জরাসন্ধ)।

অনুবাদ

রাজাদের পাঠানো দূতকে মধুর বচনে সম্বোধন করে শ্রীভগবান বললেন—"হে দূত, তোমার মঙ্গল হউক। আমি মগধরাজকে নিধনের আয়োজন করব। ভয় করো না।"

তাৎপর্য

মা ভৈষ্ট "ভয় করো না" উক্তিটি দূত এবং রাজন্যবর্গ উভয়ের উদ্দেশ্যেই বহু বচনে করা হয়েছে। তেমনই *ভদ্রম্ বঃ* "তোমাদের প্রতি আশীর্বাদ" কথাটির ভাবেও বহুবচনে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

ইত্যুক্তঃ প্রস্থিতো দূতো যথাবদবদন্নৃপান্ ।
তেঽপি সন্দর্শনং শৌরেঃ প্রত্যৈক্ষন্ মুমুক্ষবঃ ॥ ২০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—সম্বোধিত হয়ে; **প্রস্থিতঃ**—প্রস্থান করল; **দূতঃ**—দূত; **যথাবৎ**—যথাযথভাবে; **অবদৎ**—সে বলল; **নৃপান্**—রাজাদের; **তে**—তারা; **অপি**—এবং; **সন্দর্শনম্**—সন্দর্শন; **শৌরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **প্রত্যৈক্ষন্**—প্রতীক্ষা করতে লাগল; **যৎ**—কারণ; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তির জন্য আগ্রহী হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে সম্বোধিত হয়ে দূত প্রস্থান করল এবং শ্রীভগবানের বার্তা যথাযথভাবে রাজাদের কাছে বর্ণনা করল। মুক্তির জন্য আগ্রহী হয়ে তারা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সন্দর্শনের আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকল।

তাৎপর্য

মহান বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীল জীব গোস্বামী এখানে বলছেন যে, পরিস্থিতির চাপে রাজারা তাদের মনোযোগ কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করল।

শ্লোক ২১

আনর্তসৌবীরমরুংস্তীর্ত্বা বিনশনং হরিঃ ।
গিরীন্ নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্ ॥ ২১ ॥

আনর্ত-সৌবীর-মরূন্—আনর্ত (দ্বারকা রাজ্য), সৌবীর (পূর্ব গুজরাট), এবং মরু অঞ্চল (রাজস্থানের); **তীর্ত্বা**—পার হয়ে; **বিনশনম্**—বিনশন, কুরুক্ষেত্রের জেলা; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **গিরীন্**—পর্বত; **নদীঃ**—নদী; **অতীয়ায়**—পার হয়ে; **পুর**—নগরী; **গ্রাম্**—গ্রাম; **ব্রজ**—ব্রজ; **আকরান্**—এবং খনিসমূহ।

অনুবাদ

আনর্ত, সৌবীর, মরুদেশ ও বিনশন রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান শ্রীহরি নদী, পর্বত, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও খনিগুলি পেরিয়ে গেলেন।

শ্লোক ২২

ততো দৃষদ্বতীং তীর্ত্বা মুকুন্দোঽথ সরস্বতীম্ ।
পঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ শক্রপ্রস্থমথাগমৎ ॥ ২২ ॥

ততঃ—অতঃপর; **দৃষদ্বতীম্**—দৃষদ্বতী নদী; **তীর্ত্বা**—পার হয়ে; **মুকুন্দঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অথ**—তখন; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী; **পঞ্চালান্**—পঞ্চাল রাজ্য; **অথ**—তখন; **মৎস্যান্**—মৎস্য রাজ্য; **চ**—ও; **শক্র-প্রস্থম্**—ইন্দ্রপ্রস্থে; **অথ**—এবং; **আগমৎ**—তিনি আগমন করলেন।

অনুবাদ

দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদী দুটি পার হওয়ার পর, তিনি পঞ্চাল ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করে অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করলেন।

শ্লোক ২৩

তমুপাগতমাকর্ণ্য প্রীতো দুর্দর্শনং নৃণাম্ ।
অজাতশত্রুর্নিরগাৎ সোপধ্যায়ঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

তম্—তাঁর; **উপাগতম্**—উপস্থিতি; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **দূরদর্শনম্**—দুর্লভ দর্শন; **নৃণাম্**—মানুষের; **অজাত-শত্রুঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির, যার শত্রু কখনও জন্ম গ্রহণ করেনি; **নিরগাৎ**—নির্গত হলেন; **স**—সহ; **উপধ্যায়ঃ**—তাঁর পুরোহিতেরা; **সুহৃদ্**—আত্মীয় স্বজন দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

মনুষ্য সমাজের দুর্লভ-দর্শন শ্রীভগবান এখন উপস্থিত হয়েছেন শুনে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর পুরোহিত ও প্রিয় পার্ষদবর্গ নিয়ে রাজা নির্গত হলেন।

শ্লোক ২৪

গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ।
অভ্যয়াৎ স হৃষীকেশং প্রাণাঃ প্রাণমিবাদৃতঃ ॥ ২৪ ॥

গীত—গীত; **বাদিত্র**—এবং বাদ্য সঙ্গীত; **ঘোষেণ**—ধ্বনি দ্বারা; **ব্রহ্ম**—বেদের; **ঘোষেণ**—ধ্বনি দ্বারা; **ভূয়সা**—প্রভূত; **অভ্যয়াৎ**—গমন করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **হৃষীকেশম্**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি; **প্রাণম্**—চেতনা বা প্রাণবায়ু; **ইব**—মতো; **আদৃতঃ**—সশ্রদ্ধ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রাণের সঙ্গে মিলনের জন্য আকুল হয়, তেমনই উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে গীত ও বাদ্যসমূহ সহকারে অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবান হৃষীকেশের সঙ্গে রাজা মিলিত হবার জন্য গমন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ভগবানের প্রতি রাজা যুধিষ্ঠিরের ধাবিত হওয়াকে প্রাণের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণ বিনা ইন্দ্রিয়সমূহ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে; প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সমূহ চেতনার মাধ্যমে কার্য করে। তেমনি, যখন কোন জীব কৃষ্ণভাবনাময় চেতনাহীন বা ভগবৎ-প্রেম হীন হয়, তখন সে সংসার নামক এক অপ্রয়োজনীয় মায়াবী সংগ্রামে প্রবেশ করে। রাজা যুধিষ্ঠিরের মতো শুদ্ধ ভক্তগণ কখনই ভগবৎ-সঙ্গ বঞ্চিত হন না, কারণ তাঁরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে তাঁকে লালন করেন, কিন্তু তবুও যখন দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর তাঁরা শ্রীভগবানকে দর্শন করেন, তখন তারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন, যেমন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

দৃষ্ট্বা বিক্লিন্নহৃদয়ঃ কৃষ্ণং স্নেহেন পাণ্ডবঃ ।
চিরাদ্দৃষ্টং প্রিয়তমং সস্বজেঽথ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; বিক্লিন্ন—বিগলিত হল; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; স্নেহেন—স্নেহ দ্বারা; পাণ্ডবঃ—পাণ্ডু পুত্র; চিরাৎ—দীর্ঘ সময় পর; দৃষ্টম্—দর্শিত; প্রিয়তমম্—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু; সস্বজে—তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন; অথ—ফলে; পুনঃ পুনঃ—বার বার।

অনুবাদ

যখন তিনি তার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দর্শন করলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় স্নেহে বিগলিত হয়েছিল এবং তিনি শ্রীভগবানকে বারে বারে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৬

দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং
মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ ।
লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো
হৃষ্যত্তনুবিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ ॥ ২৬ ॥

দোর্ভ্যাম্—তাঁর দুই বাহু দিয়ে; পরিষ্বজ্য—আলিঙ্গন করে; রমা—লক্ষ্মীদেবীর; অমল—অমল; আলয়ম্—আলয়; মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণের; গাত্রম্—শরীর; নৃপতিঃ—রাজা; হত—বিনষ্ট করলেন; অশুভঃ—দুর্দৈব সকল; লেভে—লব্ধ; পরাম্—পরম; নির্বৃতিম্—আনন্দ; অশ্রু—অশ্রু; লোচনঃ—যাঁর দুচোখে; হৃষ্যত—পুলকিত; তনুঃ—যাঁর দেহ; বিস্মৃত—বিস্মৃত; লোক—লৌকিক; বিভ্রমঃ—ব্যবহার।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের নিত্য রূপ লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আলয়। যে মুহূর্তে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তখনই তিনি সংসারের সকল কলুষ থেকে মুক্ত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় আনন্দ অনুভব করে সুখ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। বিহ্বলতায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁর দেহ কম্পিত হচ্ছিল। তিনি যে এই জড় জগতে বাস করছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণ গ্রন্থ থেকে উপরোক্ত অনুবাদটি গৃহীত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো
ভীমঃ স্মযন্ প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা
প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরেঽচ্যুতম্ ॥ ২৭ ॥

তম্—তাঁকে; মাতুলেয়ম্—তাঁর মামার পুত্র; পরিরভ্য—আলিঙ্গন করে; নির্বৃতঃ—আনন্দে পূর্ণ হলেন; ভীমঃ—ভীমসেন; স্মযন্—হাসতে হাসতে; প্রেম—প্রেমভরে; জল—অশ্রু-জলে; আকুল—পূর্ণ; ইন্দ্রিয়ঃ—যার দুচোখ; যমৌ—যমজ (নকুল ও সহদেব); কিরীটী—অর্জুন; চ—এবং; সুহৃৎ-তমম্—তাদের প্রিয়তম বন্ধু; মুদা—আনন্দের সঙ্গে; প্রবৃদ্ধ—প্রভূত; বাষ্পাঃ—অশ্রু; পরিরেভিরে—তাঁরা আলিঙ্গন করলেন; অচ্যুতম্—ভগবান অচ্যুতকে।

অনুবাদ

অতঃপর অশ্রুপূর্ণ লোচনে আনন্দে হাসতে হাসতে ভীম তাঁর মামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। অর্জুন এবং যমজ—নকুল ও সহদেবও প্রভূত ক্রন্দন করে আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রিয়তম সখাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

অর্জুনেন পরিষ্বক্তো যমাভ্যামভিবাদিতঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য বৃদ্ধেভ্যশ্চ যথার্হতঃ ।
মানিনো মানয়ামাস কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়ান্ ॥ ২৮ ॥

অর্জুনেন—অর্জুনের দ্বারা; পরিষ্বক্ত—আলিঙ্গিত; যমাভ্যাম্—যমজগণ দ্বারা; অভিবাদিতঃ—প্রণাম নিবেদিত; ব্রাহ্মণেভ্যঃ—ব্রাহ্মণদের প্রতি; নমস্কৃত্য—নমস্কৃত; বৃদ্ধেভ্যঃ—বৃদ্ধদের প্রতি; চ—এবং; যথা-অর্হতঃ—শিষ্টাচার অনুযায়ী; মানিনঃ—সম্মানীয়গণকে; মানয়াম্—তিনি সম্মান প্রদান করলেন; কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকয়ান্—কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণকে।

অনুবাদ

অর্জুন তাঁকে আরও একবার আলিঙ্গন করবার পরে নকুল ও সহদেব তাঁকে তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন, শ্রীকৃষ্ণও উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম নিবেদন করে মাননীয় কুরু, সৃঞ্জয় ও কৈকয়বংশী সকলকে যথাযথ সম্মান নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন—যেহেতু সামাজিকভাবে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের সমান বিবেচনা করা হয়, তাই অর্জুন যখন তাঁকে প্রণাম করার জন্য অবনত হয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুহাত ধরে অর্জুনকে এমনভাবে বাধা দিয়েছিলেন যাতে তিনি কেবলমাত্র তাঁকে আলিঙ্গন করতে পারেন। কিন্তু যদুজগণ তাঁর কনিষ্ঠ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে দুই পা জড়িয়ে ধরে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

সূতমাগধগন্ধর্বা বন্দিনশ্চোপমন্ত্রিণঃ ।
মৃদঙ্গশঙ্খপটহবীণাপণবগোমুখৈঃ ।
ব্রাহ্মণাশ্চারবিন্দাক্ষং তুষ্টুবুর্ননৃতুর্জগুঃ ॥ ২৯ ॥

সূত—চারণগণ; **মাগধ**—ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনাকারী; **গন্ধর্বাঃ**—তাঁদের গানের জন্য বিখ্যাত দেবতারা; **বন্দিনঃ**—স্তুতিকার; **চ**—এবং; **উপমন্ত্রিণঃ**—বিদূষক; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **পটহ**—দুন্দুভি; **বীণা**—বীণা; **পণব**—ছোট ঢোল বিশেষ; **গোমুখৈঃ**—এবং গোমুখ শিঙ্গা; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **চ**—এবং; **অরবিন্দ-অক্ষম্**—কমলনয়ন শ্রীভগবান; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতিপাঠ; **ননৃতুঃ**—নৃত্য; **জগুঃ**—গান করেছিল।

অনুবাদ

সূত, মাগধ, গন্ধর্ব, বন্দি, বিদূষক ও ব্রাহ্মণগণ সকলে কমলনয়ন শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করলেন—মৃদঙ্গ, শঙ্খ, দুন্দুভি, বীণা, পণব ও গোমুখ প্রতিধ্বনিত হল—কেউ প্রার্থনা আবৃত্তি করেছিলেন, কেউ নৃত্য ও গীত করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

এবং সুহৃদ্ভিঃ পর্যস্তঃ পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ বিবেশালঙ্কৃতং পুরম্ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সু-হৃদ্ভিঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গ দ্বারা; **পর্যস্তঃ**—পরিবেষ্টিত; **পুণ্য-শ্লোক**—পুণ্য-শ্লোকগণের; **শিখা-মণিঃ**—শিরোমণি; **সংস্তূয়মানঃ**—মহিমা বন্দিত হয়ে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **অলঙ্কৃতম্**—সুশোভিত; **পুরম্**—নগরী।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে এবং সর্বদিক হতে স্তুত হয়ে পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত নগরীতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নগরীতে প্রবেশ করছিলেন, তখন সমস্ত জনগণ তাদের নিজেদের মধ্যে তাঁর দিব্য নাম, গুণ, রূপ ইত্যাদির স্তুতি করে শ্রীভগবানের মহিমা সম্বন্ধে বর্ণনা করছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

সংসিক্তবর্ত্ম করিণাং মদগন্ধতোয়ৈশ্
চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণপূর্ণকুম্ভৈঃ ।
মৃষ্টাত্মভির্নবদুকূলবিভূষণস্রগ্-
গন্ধৈর্নৃভির্যুবতিভিশ্চ বিরাজমানম্ ॥ ৩১ ॥
উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ প্রতিসদ্ম জাল-
নির্যাতধূপরুচিরং বিলসৎপতাকম্ ।
মূর্ধন্যহেমকলশৈ রজতোরুশৃঙ্গৈর্
জুষ্টং দদর্শ ভবনৈঃ কুরুরাজধাম ॥ ৩২ ॥

সংসিক্ত—জল দ্বারা সিক্ত; **বর্ত্ম**—রাস্তাগুলি; **করিণাম্**—হাতিদের; **মদ**—তাদের কপাল হতে নিঃসৃত তরলের; **গন্ধ**—গন্ধ; **তোয়ৈঃ**—জল দ্বারা; **চিত্র**—বর্ণময়; **ধ্বজৈঃ**—পতাকা দ্বারা; **কনক**—সুবর্ণ; **তোরণ**—তোরণ দ্বারা; **পূর্ণ-কুম্ভৈঃ**—এবং জলপূর্ণ কলস; **মৃষ্ট**—শোভিত; **আত্মভিঃ**—যাদের দেহগুলি; **নব**—নবীন; **দুকূল**—সুন্দর বস্ত্র দ্বারা; **বিভূষণ**—অলঙ্কার; **স্রগ্**—পুষ্পমালা; **গন্ধৈঃ**—এবং সুগন্ধি চন্দন; **নৃভিঃ**—মনুষ্য দ্বারা; **যুবতিভিঃ**—যুবতী দ্বারা; **চ**—ও; **বিরাজমানম্**—বিরাজমান; **উদ্দীপ্ত**—প্রজ্বলিত; **দীপ**—প্রদীপ দ্বারা; **বলিভিঃ**—এবং পূজার উপকরণ; **প্রতি**—প্রতিটি; **সদ্ম**—গৃহ; **জাল**—গবাক্ষের ছিদ্র দ্বারা; **নির্যাত**—নির্গত; **ধূপ**—ধূপের; **রুচিরম্**—আকর্ষণীয়; **বিলশৎ**—ইতস্ততঃ; **পতাকম্**—পতাকা দ্বারা; **মূর্ধন্য**—ছাদে; **হেম**—স্বর্ণ; **কলশৈঃ**—কুম্ভ দ্বারা; **রজত**—রূপার; **উরু**—বৃহৎ; **শৃঙ্গৈঃ**—স্থান যুক্ত; **জুষ্টম্**—শোভিত; **দদর্শ**—তিনি দর্শন করলেন; **ভবনৈঃ**—গৃহসমূহ যুক্ত; **কুরু-রাজ**—কুরু-রাজার; **ধাম**—রাজ্য।

অনুবাদ

ইন্দ্রপ্রস্থের পথগুলি হাতিদের সুগন্ধি মদজল-বর্ষণে সিক্ত হয়েছিল এবং রঙীন পতাকা, সুবর্ণ তোরণ ও জলপূর্ণ কলসগুলি দিয়ে নগরীর শোভা বৃদ্ধি হয়েছিল। পুরুষ ও যুবতী রমণীরা উত্তম নবীন বস্ত্রে, পুষ্প মাল্যে ও অলঙ্কারে বিভূষিত

হয়ে ও সুগন্ধি চন্দন দ্বারা অনুলেপিত হয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছিল। প্রতিটি গৃহ প্রজ্বলিত দীপ ও পূজার উপকরণাদি প্রদর্শন করছিল এবং গবাক্ষ পথ দিয়ে ধূপের গন্ধ নির্গত হয়ে নগরীকে আরও মনোরম করে তুলেছিল। ছাদগুলি ইতস্তত পতাকা ও বৃহৎ রৌপ্য পরিসরের মধ্যে স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সাজানো হয়েছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুরু রাজার রাজকীয় নগরী দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ সংযোগ করেছেন যে,—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে পাণ্ডবগণের নগরীতে প্রবেশ করলেন, মনোরম পরিবেশ উপভোগ করে তিনি ধীর গতিতে সামনে অগ্রসর হলেন।"

শ্লোক ৩৩

প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্রম্
উৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম পতীংশ্চ তল্পে
দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে ॥ ৩৩ ॥

প্রাপ্তম্—উপস্থিত হয়েছেন; নিশম্য—শ্রবণ করে; নর—মানুষের; লোচন—নেত্রের; পান—পানের; পাত্রম্—বিষয় বা আধার; ঔৎসুক্য—তাদের আগ্রহবশত; বিশ্লথিত—স্খলিত; কেশ—তাদের কেশ; দুকূল—তাদের বসনের; বন্ধাঃ—এবং বন্ধনসমূহ; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; গৃহ—গৃহের; কর্ম—তাদের কার্য; পতিন্—তাঁদের পতিদের; চ—এবং; তল্পে—শয্যায়; দ্রষ্টুম্—দর্শন করার জন্য; যযুঃ—গমন করলেন; যুবতয়ঃ—যুবতীগণ; স্ম—প্রকৃতপক্ষে; নর-ইন্দ্র—রাজার; মার্গে—পথে।

অনুবাদ

যখন নগরীর যুবতী রমণীরা শুনলেন যে, মানব নয়নের সুখের আধার স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। তখন তাঁরা সত্বর তাঁকে দর্শনের জন্য রাজপথে গেলেন। তারা তাদের গৃহস্থালী সকল কর্তব্য এবং শয্যায় তাদের পতিদেরও ছেড়ে চলে এসেছিল এবং তাদের আগ্রহবশে তাদের চুল ও বস্ত্রের বাঁধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৩৪

তস্মিন্ সুসঙ্কুল ইভাশ্বরথদ্বিপদ্ভিঃ
কৃষ্ণং সভার্যমুপলভ্য গৃহাধিরূঢ়াঃ ।

নার্যো বিকীর্য কুসুমৈর্মনসোপগুহ্য
সুস্বাগতং বিদধুরুৎস্ময়বীক্ষিতেন ॥ ৩৪ ॥

তস্মিন্—সেই (পথ); সু—অত্যন্ত; সঙ্কুলে—ভীড়ে পূর্ণ; ইভ—হাতির দ্বারা; অশ্ব—অশ্ব; রথ—রথ; দ্বি-পত্তিভিঃ—এবং পদাতিক সৈন্য; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; স-ভার্যম্—তাঁর পত্নীদের নিয়ে; উপলভ্য—দর্শন করে; গৃহ—গৃহের; অধিরূঢ়াঃ—ছাদে আরোহণ করে; নার্যঃ—রমণীরা; বিকীর্য—ছড়িয়ে; কুসুমৈঃ—ফুল; মনসা—তাদের মনে; উপগুহ্য—তাঁকে আলিঙ্গন করে; সু-স্বাগতম্—আন্তরিক স্বাগত; বিদধুঃ—তারা তাকে প্রদান করেছিল; উৎস্ময়—উদার হাসিতে; বীক্ষিতেন—তাদের দৃষ্টিপাতে।

অনুবাদ

হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সৈন্যে রাজপথে খুব ভিড় হয়েছিল, মহিলারা তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীদের দেখছিলেন। পুর-রমণীরা শ্রীভগবানের উপর ফুল ছড়িয়ে মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন ও উদার হাস্যযুক্ত নয়নে তাদের আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন যে, রমণীরা তাঁদের প্রীতিপূর্ণ নয়নের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, শ্রীভগবানের যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ভরে নানা প্রশ্ন করছিলেন। অন্য ভাবে বলতে গেলে, তাঁদের ভাবাবেগে তাঁরা শ্রীভগবানের সেবার জন্য গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ঊচুঃ স্ত্রিয়ঃ পথি নিরীক্ষ্য মুকুন্দপত্নীস্
তারা যথোডুপসহাঃ কিমকার্যমূভিঃ ।
যচ্চক্ষুষাং পুরুষমৌলিরুদারহাস-
লীলাবলোককলয়োৎসবমাতনোতি ॥ ৩৫ ॥

ঊচুঃ—বললেন; স্ত্রিয়ঃ—রমণীরা; পথি—পথে; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; মুকুন্দ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; পত্নীঃ—পত্নীগণ; তারাঃ—তারকাগণ; যথা—তুল্য; উডুপ—চন্দ্র; সহাঃ—সহচরী; কিম্—কি; অকারি—করেছিলেন; অমুভিঃ—তাদের দ্বারা; যৎ—যেহেতু; চক্ষুষাম্—তাদের নয়নের; পুরুষ—পুরুষ; মৌলিঃ—শিরোমণি; উদার—বিস্তৃত; হাস—হাস্যযুক্ত; লীলা—লীলাময়; অবলোক—তার দৃষ্টিপাতের; কালয়া—লেশমাত্র; উৎসবম্—উৎসব; আতনোতি—তিনি প্রদান করেন।

অনুবাদ

ভগবান মুকুন্দের সাথে ঠিক চন্দ্রের সহচরী তারকাদের মতো তাঁর পত্নীদের গমন পথিমধ্যে দর্শন করে রমণীরা বিস্মিতভাবে বললেন, "এই নারীদের কোন্ কর্মের ফলে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ তাঁর লীলাময় কটাক্ষ দৃষ্টিপাত ও উদার হাস্যের আনন্দ তাঁদের নয়নে প্রদান করছেন?"

শ্লোক ৩৬

তত্র তত্রোপসঙ্গম্য পৌরা মঙ্গলপাণয়ঃ ।
চক্রুঃ সপর্যাং কৃষ্ণায় শ্রেণীমুখ্যা হতৈনসঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র তত্র—সেই সেই স্থানে; উপসঙ্গম্য—নিকটে গিয়ে; পৌরাঃ—নগরীর অধিবাসীরা; মঙ্গল—মঙ্গল অর্ঘ; পাণয়ঃ—তাদের হাতে; চক্রুঃ—সম্পাদন করেছিল; সপর্যাম্—পূজা; কৃষ্ণায়—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; শ্রেণী—শিল্পী সম্প্রদায়ের; মুখ্যাঃ—প্রধানগণ; হত—বিনষ্ট; এনসঃ—যার পাপ।

অনুবাদ

বিভিন্ন স্থানে নগরবাসীরা মাঙ্গলিক অর্ঘ্য ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নিষ্পাপ শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রধানগণ শ্রীভগবানের পূজা নিবেদনে এগিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এইভাবে রাজপথ দিয়ে যাওয়ার সময় নিষ্পাপ, সম্মানীয়, ধনাঢ্য পুরবাসীরা কেউ কেউ নগরীতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি উপহার নিবেদন করে দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও পূজা করেছিলেন।"

শ্লোক ৩৭

অন্তঃপুরজনৈঃ প্রীত্যা মুকুন্দঃ ফুল্ললোচনৈঃ ।
সসম্ভ্রমৈরভ্যুপেতঃ প্রাবিশদ্ রাজমন্দিরম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্তঃপুর—অন্দর মহলের; জনৈঃ—মানুষজনের সঙ্গে; প্রীত্যা—প্রীতিপূর্ণভাবে; মুকুন্দঃ—শ্রীকৃষ্ণ; ফুল্ল—প্রফুল্ল; লোচনৈঃ—নয়ন; স-সম্ভ্রমৈঃ—সসম্ভ্রমে; অভ্যুপেতঃ—মিলিত হয়ে; প্রবিশৎ—তিনি প্রবেশ করলেন; রাজ—রাজকীয়; মন্দিরম্—প্রাসাদ।

অনুবাদ

বিস্ফারিত নেত্রে রাজ অন্তঃপুরের সদস্যগণ ভগবান মুকুন্দকে প্রীতিপূর্ণভাবে অভিনন্দিত করার জন্য সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলেন আর এইভাবে ভগবান রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৩৮

পৃথা বিলোক্য ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।
প্রীতাত্মোত্থায় পর্যঙ্কাৎ সস্নুষা পরিষস্বজে ॥ ৩৮ ॥

পৃথা—রাণী কুন্তী; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **ভ্রাত্রেয়ম্**—তাঁর ভ্রাতার পুত্রকে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **ত্রি-ভুবন**—তিন ভুবনের; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **প্রীত**—প্রেমে পূর্ণ; **আত্মা**—যাঁর হৃদয়; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **পর্যঙ্কাৎ**—তাঁর পর্যঙ্ক হতে; **স-স্নুষা**—তাঁর পুত্রবধূর (দ্রৌপদী) সঙ্গে একত্রে; **পরিষস্বজে**—আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

রাণী পৃথা যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর পালঙ্ক থেকে উত্থিত হয়ে তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে একত্রে, তিনি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করলেন।

তাৎপর্য

বিখ্যাত দ্রৌপদী হচ্ছেন রাণী কুন্তীর পুত্রবধূ।

শ্লোক ৩৯

গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ ।
পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দম্—শ্রীকৃষ্ণ; **গৃহম্**—তাঁর নিবাসে; **আনীয়**—নিয়ে এসে; **দেব**—সমস্ত ভগবানের; **দেব-ঈশম্**—পরমেশ্বর ভগবান এবং নিয়ন্তা; **আদৃতঃ**—ভক্তিপূর্ণভাবে; **পূজায়াম্**—পূজার; **ন অবিদৎ**—জানতেন না; **কৃত্যম্**—করণীয়; **প্রমোদ**—তাঁর পরম আনন্দ দ্বারা; **উপহতঃ**—অভিভূত; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে তাঁর নিজ আবাসে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা আনন্দে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি পূজার সকল আচার মনে করতে পারছিলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শ্রীকৃষ্ণকে রাজপ্রাসাদে এনে মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দের আতিশয্যে এতই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন যে, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা ও তাঁর যথাযথ পূজার জন্য যা কিছু করা কর্তব্য, তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন।"

শ্লোক ৪০

পিতৃষ্বসুর্গুরুস্ত্রীণাং কৃষ্ণশ্চ চক্রেঽভিবাদনম্ ।
স্বয়ং চ কৃষ্ণয়া রাজন্ ভগিন্যা চাভিবন্দিতঃ ॥ ৪০ ॥

পিতৃ—তাঁর পিতার; **স্বসুঃ**—ভগিনীর (কুন্তী); **গুরু**—তাঁর গুরুজনগণের; **স্ত্রীণাম্**—এবং পত্নীগণের; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চক্রে**—করলেন; **অভিবাদনম্**—প্রণাম নিবেদন; **স্বয়ম্**—নিজে; **চ**—এবং; **কৃষ্ণয়া**—কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **ভগিন্যা**—তাঁর ভগিনী (সুভদ্রা) দ্বারা; **চ**—ও; **অভিবন্দিতঃ**—প্রণাম করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসি ও তাঁর জ্যেষ্ঠগণের পত্নীদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তারপর দ্রৌপদী ও শ্রীভগবানের ভগ্নী তাঁকে প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে কুন্তীদেবী ও প্রাসাদের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন। শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাও দ্রৌপদীর সঙ্গে সেখানে এসে দাঁড়ালেন; তাঁরা দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন।"

শ্লোক ৪১-৪২

শ্বশ্রা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্বশঃ ।
আনর্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা ॥ ৪১ ॥
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাং চ শৈব্যাং নাগ্নজিতীং সতীম্ ।
অন্যাশ্চাভ্যাগতা যাস্তু বাসঃস্রঙ্মণ্ডনাদিভিঃ ॥ ৪২ ॥

শ্বশ্রা—তাঁর শাশুড়ী (কুন্তী); **সঞ্চোদিতা**—প্ররোচিত করলেন; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী; **কৃষ্ণ-পত্নীঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ; **চ**—এবং; **সর্বশঃ**—তাঁদের সকলকে; **আনর্চ**—তিনি অর্চনা করলেন; **রুক্মিণীম্**—রুক্মিণী; **সত্যাম্**—সত্যভামা; **ভদ্রাম্ জাম্ববতীম্**—ভদ্রা ও জাম্ববতী; **তথা**—তথা; **কালিন্দীম্ মিত্রবিন্দাম্ চ**—কালিন্দী ও মিত্রবিন্দা;

শৈব্যাম্—রাজা শিবির বংশধর; **নাগ্নজিতীম্**—নাগ্নজিতী; **সতীম্**—সতী; **অন্যাঃ**—অন্যান্য; **চ**—এবং; **অভ্যাগতাঃ**—যাঁরা সেখানে এসেছিলেন; **যাঃ**—যে; **তু**—এবং; **বাসঃ**—বস্ত্র দিয়ে; **স্রক্**—পুষ্প মাল্য; **মণ্ডন**—রত্নালঙ্কার; **আদিভিঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

দ্রৌপদী তাঁর শাশুড়ী কুন্তীদেবীর পরামর্শে রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শিবির বংশধর মিত্রবিন্দা, সতী নাগ্নজিতী সহ উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল পত্নীদের অর্চনা করলেন। তিনি তাঁদের সকলকে বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও রত্নালঙ্কার উপহার প্রদান করলেন।

শ্লোক ৪৩

সুখং নিবাসয়ামাস ধর্মরাজো জনার্দনম্ ।
সসৈন্যং সানুগামত্যং সভার্যং চ নবং নবম্ ॥ ৪৩ ॥

সুখম্—সুখে; **নিবাসয়াম্ আস**—বাস করিয়েছিলেন; **ধর্ম-রাজঃ**—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির; **জনার্দনম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স-সৈন্যম্**—তাঁর সৈন্যগণ সহ; **স-অনুগ**—তাঁর সেবকগণ সহ; **অমত্যম্**—এবং মন্ত্রীগণ; **স-ভার্যম্**—তাঁর মহিষীগণ সহ; **চ**—এবং; **নবম্ নবম্**—নব নব।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের আয়োজন করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন প্রধানত তাঁর রাণীরা, সৈন্যরা, মন্ত্রীবর্গ ও সচিববর্গ যাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করেন, তার তত্ত্বাবধান করছিলেন। পাণ্ডবদের অতিথিরূপে বাস করার সময়ে তাঁরা যাতে প্রতিদিন অভ্যর্থনার নব নব বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি তার আয়োজন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *কৃষ্ণ* গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৪-৪৫

তর্পয়িত্বা খাণ্ডবেন বহ্নিং ফাল্গুনসংযুতঃ ।
মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভা কৃতা ॥ ৪৪ ॥
উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
বিহরন্ রথমারুহ্য ফাল্গুনেন ভটৈর্বৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

তর্পয়িত্বা—সন্তোষ উৎপাদন করে; **খাণ্ডবেন**—খাণ্ডববন দ্বারা; **বহ্নিম্**—অগ্নি দেবতা; **ফাল্গুন**—অর্জুনের দ্বারা; **সংযুতঃ**—যুক্ত হয়ে; **মোচয়িত্বা**—রক্ষা করে; **ময়ম্**—ময় দানব; **যেন**—যার দ্বারা; **রাজ্ঞে**—রাজার (যুধিষ্ঠির) জন্য; **দিব্যা**—দিব্য; **সভা**—সভাগৃহ; **কৃতা**—প্রস্তুত করেছিলেন; **উবাস**—তিনি বাস করেছিলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাস; **রাজ্ঞাঃ**—রাজার; **প্রিয়**—আনন্দ; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের আকাঙ্ক্ষা সহ; **বিহরন্**—বিহার করে; **রথম্**—তাঁর রথ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **ফাল্গুনেন**—অর্জুন সহ; **ভটৈঃ**—রক্ষী দ্বারা; **বৃত**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছায় ভগবান ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাস বাস করলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন নিবেদনের মাধ্যমে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করলেন এবং ময়দানবকে রক্ষা করলেন, যে অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এক দিব্য সভাগৃহ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এই সুযোগে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান তাঁর রথে আরোহণ করে, এক দল সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর *কৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখেছেন, "এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহায়তায় অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করবার উদ্দেশ্যে অগ্নিকে খাণ্ডব বন গ্রাসের অনুমোদন দিলেন। দাবানলের সময়, অরণ্যে লুকিয়ে থাকা ময়দানবকে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন। জীবন রক্ষা পাওয়ায়, ময়দানব পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন এবং হস্তিনাপুর নগরীর মধ্যে এক অপূর্ব সভাগৃহ তিনি নির্মাণ করে দিলেন। এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার জন্য হস্তিনাপুর নগরীতে কয়েকমাস অবস্থান করেছিলেন। তাঁর অবস্থানের সময়ে এখানে সেখানে ভ্রমণ করে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রথ চালনা করতেন এবং অসংখ্য যোদ্ধা ও সৈনিকরাও তাঁদের অনুসরণ করত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন' নামক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।